OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 213 - 219
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস : অসুখী দাম্পত্য

জনা চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: janachatterjeebabli05@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Marital discord, economic hardship, unemployment, intolerance, stark reality, manliness, callousness.

Abstract

Widely celebrated as a poet, Jibanananda was also an important novelist and essayist. His novels extend his poetic vision by portraying personal experiences alongside the social, economic, and psychological crises of his time. This article explores the relationship between poverty and marital conflict in the fiction of Jibanananda Das. The economic depression of the 1930s, unemployment, the Partition of India, and the struggles of the middle class form the backdrop of his fictional world. Poverty in his works is not merely an economic condition but a force that undermines human relationships, self-respect, love, and family life.

Through an analysis of Purnima, Karubasana, Nirupam Jatra, Pretinir Rupkatha, and Malyaban, the article demonstrates how financial hardship generates distrust, dissatisfaction, emotional distance, and alienation within marriage. Female characters often express frustration over their husbands' financial inability, while male characters suffer from insecurity, exhaustion, and a deep sense of failure. Consequently, marital relationships become marked by conflict, humiliation, and loneliness rather than affection and mutual understanding. However, works such as Purnima also present characters whose compassion and resilience preserve the human dimension of marriage.

The study further argues that Jibanananda's fiction is inseparable from his poetic sensibility. His prose expands the psychological insight, imagery, and existential concerns that characterize his poetry. Influenced by Freudian psychology, the crisis of middle-class life, and the complexities of gender relations, his novels possess a distinctive literary identity. Overall, Jibanananda Das's fiction offers a profound portrayal of the human consequences of poverty, the breakdown of marital relationships, and the existential anxieties of modern middle-class society.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি' — এখন প্রশ্ন তিনি কি কেবলই কবি? একেবারেই না। কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু যাকে 'নির্জনতার কবি' বলে আখ্যা দিয়েছেন, সেই জীবনানন্দ দাশ কেবল নিছক কবি নন। কবিতার পরে আরেক জীবনানন্দের খোঁজ মিলেছে সযত্নে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির দুর্গ ভান্ডারে। তিনি কেবল কবি নন, একাধারে কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকও। কবিতার যে পথ তাঁকে অশোক-বিম্বিসারের রাজ্যে নিয়ে গেছিল, সেই পথের শেষ খুঁজতেই কি শেষে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কথাসাহিত্যের ফাঁকে? তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ও তাঁর নিত্য উপমাগুলি কি কথাসাহিত্যের ফাঁক-ফোকরগুলি ভরতে পেরেছিল? কবিতার মতো তাঁর গল্প-উপন্যাস ততটা সমৃদ্ধ না হলেও তাঁর কথাসাহিত্যকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়া যায় না। মহাকালের দ্বারে কড়া নেড়ে তাঁর কবিতা একটি স্থির আসন অর্জন করেছিল। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তিনি নিজের মনন দ্বারা এই ব্যতিক্রমী জীবনদর্শনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তবকে যাচাই করার ফলেই তাঁর নির্মম অভিজ্ঞতা সাড়া ফেলেছে উপন্যাসগুলিতে।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলি পড়লে আপাতভাবে মনে হবে যেন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। তাঁর কবিতাতেও দেখা যায় এই পুনরাবৃত্তি। অনেকের মতে, তাঁর এই পুনরাবৃত্তির মূলে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নগ্নরূপটি। অনেকে তাই এগুলোকে আত্মজীবনীও বলেছেন। তবে কোন কাহিনি আত্মজীবনী নয়? তিনি নিজে যে পথ খুঁজে পাননি, তাঁর চরিত্ররা সেই একই পথে হাঁটা দিয়েছে। তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবনের বিষাক্ত ধোঁয়া, উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে। কবি পত্নী লাবণ্য দাশ হয়তো জানতেন, -

> "গল্প - উপন্যাসের নামে এ কবির রোজ-নামচা; আর তাই জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তিনিও দীর্ঘদিন এ লেখাগুলি ছাপবার অনুমতি দেননি।"[১]

আসলে উপন্যাসে তিনি যেন জীবনের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলেন। বাস্তব থেকে পাওয়া ঘাত-প্রতিঘাতের ক্ষতবিক্ষত চেহারাই যেন তিনি এঁকেছেন!

একদিকে কল্লোলকালের আবহ, অন্যদিকে মার্কসীয় যুদ্ধপৃষ্ট পরিবেশ — সেই সময়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কলমে উঠে আসে তৎকালীন তিরিশের দশকের সেই ভয়ঙ্কর মন্দাক্রান্ত, দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের কথা। তার সাথে উঠে আসে অবসাদগ্রস্ত, উদ্দামহীন, অসহায় শিক্ষিত যুবকদের বেদনাপীড়িত আত্মকথন ও স্বার্থমগ্ন, নির্দয়, করুণাহীন স্ত্রীর কথা। কবিতায় বনলতা সেনের চোখে যে নির্ভরতা তিনি পেয়েছিলেন, ঠিক তার বিপরীত ভাষ্য এখানে উদ্ভাসিত। অধ্যাপক উদয়চাঁদ দাশ মহাশয়ের ভাষায় -

> "নোনা মেয়েমানুষের ক্ষার তাকে ক্রমশ ক্ষইয়ে দেয়।"[২]

যুগের বিচ্ছিন্নতা মানুষের চেতনায় যে নির্বেদ ও নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করেছিল, তারই ফলস্বরূপ এ যুগের দাম্পত্য প্রেমে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ, অসহযোগ ও অবিশ্বাস। 'মাল্যবান' উপন্যাসে মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা কিংবা 'কারুবাসনা'-র হেমের স্ত্রী কল্যাণী, প্রায় প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে তাদের স্বামীর যোগ্যতা পরিমাপে ব্যস্ত। আর এসব থেকে মুক্তির আকুলতায় নায়কেরা সৃষ্টিশীল সত্তায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে জীবনানন্দের মতোই। কিন্তু কেউ সেই মুক্তির স্বাদ পাননি। একদিকে ঔপন্যাসিক হওয়ার সুপ্ত বাসনা; অন্যদিকে আর্থিক প্রয়োজন — এই দুই তাঁর মূল অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো কথাসাহিত্যে। দেশভাগের চরম সংকটময় মুহূর্তে তিনি আরও তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরলেন গদ্যকে। তাতে ফুটে ওঠে বাস্তবতার নগ্নরূপ, বদলে যাওয়া সম্পর্কের সমীকরণ।

জীবনানন্দের গদ্যকে তাঁর কবিতার সাথে সংলগ্ন করে পড়তে হবে। তাঁর কবিখ্যাতি এমনই যে, তাঁর কাব্যিক রম্যতা, কাব্যিক শৈলী তাঁর গদ্যেও প্রভাব ফেলেছে। কবিতার ছোটো পরিসরে যা তিনি বলে উঠতে পারেননি, তার বিস্তার ঘটান গদ্যে। গদ্যেও রয়েছে নানান চিত্রকল্প, উপমা, নিসর্গ, শরীর, সুররিয়ালিজম এর ছোঁয়া। তাঁর উপন্যাসগুলি আদ্যন্ত নিটোলতাহীন, হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়। নায়কেরা সকলেই কারুতন্ত্রী, সংবেদনশীল, উদ্দামহীন যুবক। আর নায়িকারা চরম স্বার্থপর, নির্দয়। তাঁর কবিতাতেও স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের এক অস্বাভাবিক রূপ ফুটে ওঠে। তাঁর কবিতাতেও পলায়নপর মানসিকতার আভাস পাই -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"বধূ শুয়েছিল পাশে — শিশুটিও ছিল,
প্রেম ছিল, আশা ছিল — জ্যোৎস্নায় — তবু সে দেখিল কোন ভূত?...
লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।"[৩]

আশির দশকে তাঁর কাব্যিক সত্তা ত্রিখণ্ডিত হয়ে কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সবেমাত্র তখন স্বাধীনতা লাভ করেছে, বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। বরিশাল থেকে কলকাতায় এলে, থাকার উপযুক্ত জায়গা হয় নি। বেকারত্ব, আর্থিক টানাপোড়েন ঘিরে ধরে জীবনানন্দকে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। তথাকথিত সামাজিক অবক্ষয়, রীতি-নীতি, মূল্যবোধকে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে গেছেন। যে অলঙ্ঘ্য, অদম্য বিষয়গুলির প্রতি মানুষের চির আকর্ষণ, তিনি সেগুলোকেই আলোকিত করেছেন। শৈল্পিক চাপে কবিতায় বলতে না পারা কথাগুলির বহুস্বর উপস্থাপনার তাগিদে তিনি নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনা করলেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাবও আছে তাঁর উপন্যাসে।

জীবনানন্দের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের মূল অবলম্বিত বিষয় হল দারিদ্র্য। তিনি মূলত দুটি পর্বে উপন্যাস রচনা করেছেন। এই দুটি পর্বেই দারিদ্র্যই কাহিনীর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এককথায় জীবনানন্দের কথাসাহিত্য 'দারিদ্র্যের আকর, দারিদ্র্যের সংসার'। প্রতিটি উপন্যাসে আছে এই দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা। দারিদ্র্যই যেন সঞ্চালকের ভূমিকায় চরিত্রগুলির অন্তলোকের মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে।

দেশভাগ, সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক সংকট মোড় ঘুরিয়ে রেখে দিয়েছিল পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের। ভেঙে দিয়েছিল অগণিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। সম্পর্কগুলো এসে দাঁড়ায় ভাঙনের মুখে। জীবনানন্দের উপন্যাস এসবেরই ক্যানভাস।

'পূর্ণিমা' উপন্যাসে সন্তোষ ও পূর্ণিমার অভাবের সংসারে হঠাৎই পূর্নিমার দিদি চামেলীর বিবাহ এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। চামেলীর হবু স্বামী বিরাজের ঐশ্বর্য, ধন-সম্পত্তি দুই বোনের মাঝে দেওয়াল তুলে দেয়। বোনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পূর্ণিমা তাঁর যাবতীয় কষ্টের কারণ হিসেবে দায়ী করেছে তার স্বামী সন্তোষের নিষ্কর্মণ্য মনোভাবকে। দারিদ্র্য নামক সমুদ্রে সে ভেসেই চলেছে। তার কূল নেই, কেবল অথৈ জল। অর্থের পীড়ন সন্তোষের মনোবল বারবার ভেঙে দিয়েছে। মাঝে মাঝে তার নিজের স্ত্রী পূর্ণিমাকে ত্যাগ করতে ইচ্ছে হয় তার। কেবল তাই নয়; সন্তান সুখকেও এই অর্থাভাব বাড়তি বোঝা বলে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই বাবা হওয়ার সৌভাগ্য হলেও, সন্তোষের মনে বাবা হওয়ার কোনো আনন্দ নেই। স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যু কামনা করতেও সে পিছুপা হয় না -

"পূর্ণিমার যদি মৃত্যু হতো - এই প্রসবের সময় - তা হলে দুজনেই বেঁচে যেতে পারত তারা।"[৪]

অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকাদের থেকে পূর্ণিমা এখানে আলাদাভাবে চিত্রিত। সে স্বামীর প্রতি ততটা বিমুখ নয়, স্বামীকে ভরসা দিয়েছে। এখানে সন্তোষ যে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তা সত্যই পাঠককে হতাশ করে। সুখের নীড় প্রত্যাশী সন্তোষ ও পূর্ণিমার বিবাহিত জীবনে অর্থের ঘাটতি মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় চামেলীর বিয়ের চিঠি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতনই। দারিদ্র্যক্লিষ্ট, পীড়িত পূর্ণিমার শ্লেষ, কটূক্তি খানখান করতে থাকে সন্তোষের হৃদয়কে। পূর্ণিমা অভিযোগের সুরে বলে -

"উপায় অর্জন করবার শক্তি তোমার হলো না কেন? কেন তবে বিয়ে করতে গেলে?"[৫]

অর্থদৈন্য কেবল মানুষকে দৈন্য করে না, রিক্তও করে। পূর্ণিমা আর সন্তোষের জীবন তাই আজ রক্তাক্ত। পূর্ণিমার ধৈর্যের বাঁধ বহুবার ভাঙলেও, তাতে পলি জমে উঠতে পারেনি অতটা। কিন্তু দুর্ভাবনা তবুও ঘোচার নয়। ধিক্কার একবার এসে গেলে ভালোবাসা হয় কেবল বিলাসিতার নামমাত্র। তখনই মানুষ মনের বিষ ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র।

'কারুবাসনা' উপন্যাসের নায়ক হেমের পরিবার চরম অর্থপীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত; অন্যদিকে হেমের মেজকাকা এসে পরিবারের সকলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে, তার উচ্চবিত্ত রুচি ও খামখেয়ালির দ্বারা। নিজের চোখে সব দেখেও সে দাদা বা ভাইপো হেমের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। কিন্তু হেমের বাবা-মা সবসময় তার মুখের কাছে সবকিছুর যোগান দিয়ে যাচ্ছে। অথচ নিজের ছেলের একটি লুচির আবদার মেটাতে হেমের মায়ের কী কার্পণ্য! অর্থাভাব মাতৃত্বকেও আজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পিতার ছত্রছায়ায় পালিত হেম এই দারিদ্র্যের ছবি দেখতে দেখতে ক্লান্ত। স্ত্রী-সন্তানকে পালতে অক্ষম হেম সকলের কাছে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সামান্য দুধকে নিয়ে হেমের প্রতি স্ত্রীর কার্পণ্য দেখে আমরা অবাক হই -

> "ফিরে চেয়ে দেখলাম সে দুধের দিকে সতৃষ্ণ...হাত ভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা।"[৬]

নারীর যেমন রূপ আমরা জেনেছি যে মা, যে স্ত্রী নিজে না খেয়ে স্বামী-সন্তানদের পালন করে, কল্যাণীর মধ্যে সেগুলোর বিন্দুমাত্র নেই। কল্যাণী কেবল স্ত্রী হিসেবে না, একজন মা হিসেবেও অকৃতকার্য। মাতৃত্ব তার কাছে বোঝা স্বরূপ। সে মেয়েকে দেখে না ভালো করে। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির খেদগুলো মেয়ের ওপর উগরে ফেলতে চায়। সামান্য লণ্ঠন, হাতপাখা নিয়েও কল্যাণীর স্বার্থপরতা, তার ক্ষুদ্রতাকে ঢাকতে পারে না।

অর্থের পীড়নের ফলে কীভাবে সম্পর্কগুলো তাদের মূল্যবোধ হারাচ্ছে, তা এখানে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। চিরপরিচিত সম্পর্কের মাধুর্য এখানে বিষাদময় হয়ে উঠেছে। মা চ্যুত হচ্ছে মাতৃত্বের স্নেহ থেকে, আর স্ত্রী চ্যুত হচ্ছে তার কর্তব্য পালনে। হেমের কাকাও অর্থের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন -

> "যেখানে জীবন মানে জীবন্মৃত অবস্থা, অর্থের দুর্গতি সেখানে মানুষকে দিয়েছে সংকুচিত করে; সেখানে সৌন্দর্যের কথাই বা কী ভাববো, আনন্দের বিধাতার স্পর্শই বা পাবো কীকরে? ... তোমাদের ব্যথা তো শুধু কুৎসিত।"[৭]

দারিদ্র্য তো বেদনারই, সে তো কুৎসিত হবেই। কেউ তো জেনে বুঝে দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হতে চায় না। এখানে হেমেরই বা হাত কোথায়? জীবন যেন তাদের বিদ্রুপ করে।

অন্যদিকে নির্মলকে নিয়েও হেমের স্ত্রী কল্যাণীর আরেকটা দিক উন্মোচিত হতে দেখি। নির্মলের প্রতি হেমের স্ত্রী কল্যাণীর অন্যায় আকর্ষণ, নির্মলের অসুস্থতায় ওর পাশে গিয়ে কল্যাণীর সেবা করার দাবি আমাদেরকে ভাবায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভবিষ্যতের সুস্থতা নিয়ে। যদিও কল্যাণী যায়নি কিন্তু তার কারণ অর্থাভাব। নির্মলের বাড়ি যাওয়ার মতন পুঁজি কল্যাণীর নেই, হেমেরও নেই, তাই সে যেতে পারে না।

জীবনানন্দের পরবর্তী উপন্যাস 'নিরুপম যাত্রা'-তে নায়ক প্রভাতের স্ত্রী কমলার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, সে কেবল প্রভাতের ভাবনা দ্বারা উপস্থাপিত। প্রভাতের উদ্দেশ্যে পাঠানো তার চিঠি উপন্যাসে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। অর্থ উপার্জনের জন্য প্রভাতের ঘরে ফেরার স্বপ্ন আর পূরণ হয় নি। কলকাতার অন্ধকার মেসের ভয়াবহ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের গ্রামের কোলে ফিরে যেতে চেয়েছিল সে। যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার মা, খোকা, নিরঞ্জন ধোপা, কেতু কুকুর আর হয়তো স্ত্রীও। স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে সে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে, পরিণামে পেয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। কমলার চিঠি তার কাছে বজ্রসম বাজে -

> "বউয়ের চিঠির সুর লড়াইবাজ রক্তাক্ত চিলবধূর মত যেন — নিজেকেও সে ছিঁড়ে খেতে পারলে বাঁচে।"[৮]

স্ত্রীর ভয়ে সে বাড়ি ফিরতেও সংকোচ বোধ করে। দিনগুলো যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দিতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সামান্য দাড়ি কামানোর, দেশলাই কেনার পয়সাও নেই তার। যা কিছু আছে তা হল একটা আস্ত পরিবার, আর গ্রামের নীড়। জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মতো ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এক অপরিমেয় ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে। সে বুঝেছে -

> "সুখ-সুবিধা-সফলতা এইসব অর্জন করবার জিনিস — পুরুষকারের দরকার।"[৯]

আর এই পুরুষকারের অভাব জীবনানন্দের সব চরিত্রদের মধ্যে। কাগজের নোটের মূল্য গুরুত্ব পেয়েছে, জীবনের অর্থকে ম্লান করে। অর্থের মোহ স্ত্রীকেও দুর্বোধ্য করে তোলে, প্রভাতের মনে হয় —

> "জীবনের ব্যবসাবোধ মেয়ে মানুষের কী ভয়াবহ!"[১০]

মেয়েমানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ছেড়ে লাভ-ক্ষতির হিসেব করলে তার পরিণাম যে ভয়াবহ হবেই! কিন্তু প্রভাত যে পুরুষ। এত সহজে ঘাড় থেকে তো দায়িত্ব নামাতে পারে না। অর্থের ঘাটতি প্রভাতের শ্বাসবায়ুকে ছিনিয়ে নিয়েছে। দেশে ফিরে যাওয়ার আকুল আর্তি, মৃত্যুর থাবায় নিঃশেষ হয়ে যায় চিরদিনের মতো।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের ছবি রূপায়িত। উপন্যাসটি কঠোর বাস্তবতা থেকে একটি অশরীরী প্রেমের কাহিনি হয়ে উঠেছে। জমিদারি উঠে গেছে। নায়ক সুকুমার শিক্ষিত যুবক কিন্তু কর্মহীন, বেকার, সাহিত্য পাঠে বিভোর। আর এই ভাবলেশহীন অনুভূতি তার ও তার স্ত্রীর সম্পর্কের অন্তরায়। সুকুমারের স্ত্রী মালতীর মনে হয়েছে, সুকুমার তাকে ঠকিয়েছে। জমিদারি বংশে বিয়ে হওয়ার কারণে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সে আশা করেছিল, মালতী সেসব কিছুই পায়নি। যদিও মালতীর কপাল না খোলার জন্য সুকুমার প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়, তবুও স্বামী হওয়ার দরুন তার উপরেই অভিযোগের ডালিটি ঝুঁকে পড়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনের সুতোটা যে ছিঁড়ে গেছে, তা তাদের মায়ের চোখেও ধরা পড়েছে। তার মা বলেছে -

"পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেই ভালোবাসো তোমরা।"[১১]

ভাগ্য বিড়ম্বিত এই পুরুষটি কেবল স্ত্রীর কাছে না, তার মায়ের কাছেও গঞ্জনা শোনে -

"কতদিনে যে তোমার এই দুর্দশা ঘুচবে।"[১২]

দারিদ্র্য সুকুমারকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। সামান্য কলকাতা যাওয়ার জন্য সে বাবার মুখাপেক্ষী। মায়ের হাতের অনন্তজোড়া ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। এমন স্বামীর সংসার কোন স্ত্রী মেনে নেবে? মালতীর অভিযোগ অমূলক নয়।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের মধ্যে 'মাল্যবান' ব্যতিক্রম কারণ সে চাকরি করে। বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য জীবনের আরও উন্মুক্ত একটি নগ্ন বাস্তবরূপ এখানে অঙ্কিত। সে স্ত্রীকে ভালোবেসে, স্ত্রী উৎপলার সব চাহিদা পূরণ করে চললেও উৎপলার মন সে পায়নি। আগের উপন্যাসগুলোর মতো এ উপন্যাসে দারিদ্র্য অতটা কালো ছায়া না ফেললেও, স্ত্রী উৎপলার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অন্তরায়। উৎপলার কাছে তার স্বামীর কোনো দাম নেই। নেহাতই শখ পূরণের মাধ্যমে হিসেব সে মাল্যবানকে ব্যবহার করে চলেছে। বৌয়ের বিশেষ স্নেহ শ্রদ্ধার পাত্র ও নয়। অন্যান্য উপন্যাসের নায়িকাদের ক্ষোভের কারণ ছিল স্বামীর নিষ্কর্মণ্য মনোভাব; কিন্তু এখানে মাল্যবান সরকারি না হলেও চাকুরীপ্রার্থী। তবুও সে স্ত্রীর কাছে যেন অযাচিত। মাল্যবান ঘরে ঢুকলেও উৎপলা ক্ষিপ্ত হয় ওঠে -

> "ইশ একেবারে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি, মস্ত বড় একটা ড্যাকরা মিনসে কম্বল জড়িয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।"[১৩]

'ড্যাকরা মিনসে', 'বেহায়া মরদ', 'ঢ্যাঙা মিনসে' — এ সকল কটূক্তি সে অনায়াসে তার স্বামীকে করেছে।

যে শাঁখা-সিঁদুর নারীর প্রধান অলংকার, সেই সিঁদুর উৎপলা অনায়াসে মুছে ফেলতে পারে। স্বামীর দীর্ঘায়ু চেয়ে আসে যে সকল নারী, সেখানে উৎপলা, মাল্যবানের আরও কুড়ি বছর বেঁচে থাকার কথায় ব্যঙ্গ করে। স্বামীর প্রতি তার বিরাগ থাকলেও পরপুরুষের সাথে রাতের পর রাত কাটাতে তার রুচিতে বাধে না। একই শয্যায় স্ত্রীর সাথে শুয়ে শীতের রাত কাটানোর স্বপ্ন মাল্যবানের আর পূরণ হয়নি। উৎপলা নিজেই সোচ্চার করে বলে —

"বেশ্যাটা এখনও আসবে তোমার কাছে?"[১৪]

বেশ্যা? বেশ্যা হওয়ার কোনো কারণ তো ছিল না। উৎপলার স্বামী ছিল, সুখ ছিল। তাও কীসের আকাঙ্ক্ষা উৎপলাকে এই সর্বনাশের মুখে ঠেলে ফেলেছে? যে সম্মান রক্ষা করতে নারীরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করেছে, সেখানে উৎপলার এমন নির্লজ্জতা সমস্ত নারী মনস্তত্ত্বের এক অন্য ছবি তুলে ধরে। সমালোচকের ভাষায় -

> "উৎপলার নির্মম স্থূলতা জীবনানন্দের ১৯৩৩ এর উপন্যাসের নায়িকার মধ্যে দেখা যায় না। এই নিষ্ঠুর স্বামীর প্রতি অকারণে বিক্ষুব্ধ, নিজ কন্যার প্রতি উদাসীন ও পরপুরুষের সঙ্গে আসঙ্গে তৃপ্ত নারী চরিত্র উৎপলা বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী। জীবনানন্দ যেমন এই উপন্যাসে যৌনতাকে তাৎপর্যবাহী করে তুলতে পারেননি, তেমনি উৎপলা নাম্নি নারীটিকেও নিজ দোষ ত্রুটি নিয়ে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য মণ্ডিত করতে পারেন নি।"[১৫]

অথচ এই উৎপলাকে নিয়েই তাকে চলতে হবে। মাল্যবানের মনে হয়েছে এ নারীকে নিয়ে থাকবে কীকরে? কিন্তু মনের ভাবনা আর বাস্তবের জটিলতার মধ্যে যে ফারাক অনেক। ঠিক এরকমই অনিশ্চয়তার আভাস পাই তার 'আবহমান' কবিতায় কিছুটা -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি - বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী, একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?"[১৬]

এভাবেই জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি হয়ে ওঠে আশাভঙ্গের ট্র্যাজেডি। স্বামী-স্ত্রীর অসহচর্য, দ্বিমেরু অবস্থান, বিপরীত সম্পর্কের এক ভয়ঙ্কর কাহিনি যা তৎকালীন বাস্তবতার দিকটিও তুলে ধরে। একদিকে পুরুষকারহীন নায়কদের যন্ত্রণা, অন্যদিকে নারী মনস্তত্ত্বের জটিল নগ্ন রূপ। সবমিলিয়ে তাঁর কথাসাহিত্য যেন তাঁর কবিতার বৃহত্তর ক্যানভাস।

ষাটের দশকে অস্তিত্ববাদী দর্শন নিয়ে যে কথাসাহিত্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল - সেক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসগুলি যদি সঠিক সময়ে প্রকাশিত হত, তবে পাঠক সমাজে তিনি আজ দক্ষ কথাসাহিত্যিক বলেও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন। তবে তাঁর প্রত্যাশা ছিল এক উত্তরণের। এক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তিনি পথ খুঁজে চলেছেন তাঁর নায়কদের দ্বারা। ভালো - মন্দ মিশিয়ে তাঁর উপন্যাস 'মধ্যবিত্ত জীবন পরিধীর মৃত্যু ব্যথা, নিরাশ্বাস ক্ষয়' - এর বাস্তবচিত্র।

এভাবেই জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি হয়ে ওঠে আশাভঙ্গের ট্র্যাজেডি। একদিকে পুরুষকারহীন নায়কদের যন্ত্রণা, অন্যদিকে নারী মনস্তত্ত্বের জটিল নগ্ন রূপ। ভালো-মন্দ মিশিয়ে তাঁর উপন্যাস 'মধ্যবিত্ত জীবন পরিধীর মৃত্যু ব্যথা, নিরাশ্বাস ক্ষয়' এর বাস্তবচিত্র।

Reference:

১. দ্র. দাশ, উদয়চাঁদ, 'জীবনানন্দ : এক নিরুপম যাত্রী', সমীরণ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত, জীবনানন্দ জন্মশতার্ষিকী সংখ্যা, অমৃতলোক ৮২, টি/৪, বিধাননগর, মেদিনীপুর - ৭২১১০৭ থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৬৯
২. ঐ, পৃ. ৬৮
৩. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রকাশক - ইন্দ্রাণী বর্মন, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩
৪. রায়, দেবেশ (সম্পাদিত), 'পূর্ণিমা', জীবনানান্দ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, প্রতিক্ষণ, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৫
৫. ঐ, পৃ. ১৬২
৬. রায়, দেবেশ (সম্পাদিত), 'কারূবাসনা', জীবনানান্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯
৭. ঐ, পৃ. ৩০
৮. রায়, দেবেশ (সম্পাদিত), 'নিরুপম যাত্রা', জীবনানান্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫, পৃ. ১২৬
৯. ঐ, পৃ. ১১৪
১০. ঐ, পৃ. ১৩১
১১. রায়, দেবেশ (সম্পাদিত), 'প্রেতিনীর রূপকথা', জীবনানন্দ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রতিক্ষণ, বইমেলা, ১৯৯০, পৃ. ৫
১২. ঐ, পৃ. ৯
১৩. রায়, দেবেশ (সম্পাদিত), 'মাল্যবান', জীবনানন্দ সমগ্র, দ্বীতিয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ, ২৫ বৈশাখ, ১৪০০, পৃ. ১০
১৪. ঐ, পৃ. ১১২
১৫. দ্র. দাশ, উদয়চাঁদ, 'জীবনানন্দের উপন্যাসে বিষয় ভাবনা ও শিল্পশৈলী' (গবেষণা অভিসন্দর্ভ), ২০১২, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
১৬. 'আবহমান', 'জীবনানান্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রকাশক - ইন্দ্রাণী বর্মন, ভারবি, ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

সম্পাদকীয় দেবেশ রায়, জীবনানন্দ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 213 - 219
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সম্পাদকীয় দেবেশ রায়, জীবনানন্দ সমগ্র, ষষ্ঠ খন্ড, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯০
সম্পাদকীয় দেবেশ রায়, জীবনানন্দ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় মূদ্রন, ২৫ বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ
সম্পাদকীয় দেবেশ রায়, জীবনানন্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় মুদ্রন: এপ্রিল, ১৯৯৫

সহায়ক গ্রন্থ :

অমৃতলোক ৮২, ‘জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা’ (২৩ বছরে ১ম), সম্পাদক সমীরণ মজুমদার কর্তৃক টি/৪, বিধাননগর, মেদিনীপুর-৭২১১০১ থেকে প্রকাশিত।
'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা, ভারবি, প্রকাশক ইন্দ্রাণী বর্মণ, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, ‘জীবনানন্দের উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও শিল্পশৈলী’ (গবেষণা অভিসন্দর্ভ), ২০১২, উওরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।